ভ্রমণ সাহিত্যের সত্যাসত্য ও ‘সত্যি ভ্রমণ কাহিনী’

শান্তনু গঙ্গোপাধ্যায়

বাঙালি জাতিকে কেন্দ্র করে যে-কটি জনপ্রিয় ‘মিথ’ গড়ে উঠেছে তার মধ্যে অন্যতম বোধহয় এই যে বাঙালি ভ্রমণপিপাসু।বাঙালি যেপর্যটনপ্রিয় সে - বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই ঠিকই, কিন্তু ‘পর্যটনপ্রিয়তা’ ও ‘ভ্রমণপিপাসা’ -র মধ্যে যে দুস্তর ব্যবধান, এ - কথা সকলেই মানবেন আশা করা যায়। আমরা পর্যটন প্রিয় বলে বছরের বিশেষ বিশেষ সময়ে বারতের বিভিন্ন প্রান্তে এক - একটি ক্ষুদ্র বঙ্গদেশ গড়ে উঠতে দেখা যায়। হালে অনেকেই দেশের আন্তর্জাতিক সীমারেখা পেরিয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বহু ‘দ্রষ্টব্য’ স্থান হাতেগোনা দিনের মধ্যে ‘বুড়ি ছোঁয়া’ করে আসেন। ‘কনডাকটেড ট্যুর’, ‘প্যাকেজ ট্যুর’ স্থান হাতে গোনা দিনের মধ্যে ‘বুড়ি ছোঁয়া’ করে আসেন। ‘কনডাকটেড ট্যুর’, ‘প্যাকেজ ট্যুর’ - এর মতো বিচিত্র ব্যবস্থার মাধ্যমে সাত - দশদিনে সাড়ে বত্রিশ ভাজা গিলতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি আমরা। এই অব্যাস এতটাই রপ্ত করেছি যে ‘ভ্রমণ’ - সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণাটি রীতিমতো ঝাঁকিয়ে বসেছে আমাদের মনে। এর নিটফল এই যে ভাংলা ভাষায় কিন্তু উৎকৃষ্ট ভ্রমণ সাহিত্যের দৃষ্টান্ত থাকা সত্ত্বেও আমরা ভ্রমণার্থী হতে শিখলাম না আজও; এবং এর থেকেও দুঃখজনক কথা এই যে বাংলা সাহিত্যে সাধারণভাবে যা ভ্রমণসাহিত্য বলে পরিচিত, তার সিংহভাগই এই পর্যটনপ্রিয় মানসিকতার অধিকারী ব্যক্তিদের রচনা। তাই এখনও পর্যন্ত ভ্রমণসাহিত্য বলতে আমরা যা বুঝে থাকি তা হল কোনও বিশেষ স্থান কিংবা বিশেষ- বিশেষ স্থান - সম্পর্কিত মহিমা কীর্তন, সে সব স্থান তীর্থক্ষেত্র কিংবা ইতিহাস প্রসিদ্ধ কিংবা বিজ্ঞাপিত প্রাকৃতিক শোভা - সমৃদ্ধ হিসেবে গণ্য হলে সোনার সোহাগা, আর বিশেষ হলে তো আল্লাদে আবেগে গলা বুজে আসে। আমরা বিস্তারিত ভাবে জানাতে ভালোবাসি কীভাবে সেসব জায়গায় পৌঁছেছি, অক্লান্তভাবে শুনিয়ে যাই খানাপিনার বহর, সাহেব মাহাত্ম্যের বর্ণনা দিতে - দিতে আমাদের লালা ঝরে পড়ে।অপুর রেলগাড়ি দেখার অভিজ্ঞতার মতো বিস্ময় আমাদের আচ্ছন্ন করে রাখে এ-জাতীয় গ্রন্থ লিখতে বসে। অবশ্য সেইসঙ্গে রচনার এমন সব তথ্য নিপুণভাবে বুনে দিই যার ফলে পর্যটন প্রিয় পাঠক সে সব অনুসরণ করে ‘থাকা - খাওয়া সুবিধে’-র হিসেব কষে সেই - সেই স্থানে যেতে সমর্থ হন। এর ফলে বইটির কাটতি বাড়ে হু হু করে, এবং সেই লেখকও উঁচুদরের ভ্রমণ - সাহিত্যিকের শিরোপা লাভ করেন। কিন্তু যিনি ছেলেবেলার আবছা ভালোবাসা ও আকর্ষণকে বাস্তবায়িত করতে শেয়ার বেচার টাকায় বিদেশ ভ্রমণে যান, তাঁর প্রাণের তাগিদ হিসেব ছাড়া বলতে হবে। ইচ্ছার তীব্রতা যাঁর এতটা, দৃষ্টিশক্তিও তাঁর ব্যতিক্রমী হবে। এবং তিনি যদি হন সতীনাথ ভাদুড়ীর মতো কেউ, তেতাল্লিশটি বসন্ত অতিক্রম করতে - না - করতেই যাঁর অভিজ্ঞতা বিপুল, তবে তিনি বিদেশ ভ্রমণ থেকে নিংড়েনেবেন এমন এক রস, যার স্বাদ অভিনব হতে বাধ্য।

।।দুই ।।

‘সত্যি ভ্রমণ কাহিনী’ (১৩৫৮ ব; ১৯৫১) সতীনাথ ভাদুড়ী লেখেন মূলত পারি - প্রবাসের (২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৪৯ - ১৫ এপ্রিল ১৯৫০) অভিজ্ঞতা আশ্রয় করে। সুইৎসারল্যাণ্ড ও দক্ষিণ ইটালি - তে স্বল্পকালীন ভ্রমণ বাদ দিলে তে মাস একটানা একটিই শহরে ছিলেন তিনি, কিছুদিনের জন্য শ ভাষার ছাত্র হতেও তৎপর হন, ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছেন সেইসব মানুষের সঙ্গে, যাঁরা কেউই কৃতবিদ্য ছিলেন না। ঝানু বাড়িওয়ালি, মধুর স্বভাবী পরিচাপিকা, সাহিত্যপ্রিয় দারোগা, ধুরন্ধর দালাল, উদাসীন দোকানি, গল্পপ্রিয় শ্রমজীবী - বহু বর্ণময় চরিত্রের মিছিল গোটা বই জুড়ে। কিন্তু এরা কেুই লেখক বর্ণিত

জগতের অপরিহার্য অঙ্গ নয়, তার অনবদ্য উপকরণ। ব্রুগেল - এর চিত্রপটে অসংখ্য মানুষজন যেমন বিচিত্র ক্রিয়াকালেপ লিপ্ত -- অথচ কেউই চিত্রপটের কেন্দ্রীয় স্থান অধিকার করে নেই, সতীনাথও তেমনভাবে ফরাসি সমাজ জীবনকে ছুঁতে চেয়েছেন বহু মানুষের উপস্থিতি ঘটিয়ে, যারা কেউই সরকারি বিচারে 'গুত্বপূর্ণ' নয়, কিন্তু কেজন ভ্রামণিকের দৃষ্টিকোণ থেকে তাদেরর মূল্য অসীম। 'সত্যি ভ্রমণ কাহিনী' ভ্রমণ সাহিত্য হিসেবে এই অর্থে অভিনব যে এই গ্রন্থটি প্রয়াসী হয়েছে একটি দেশের সামগ্রিক সমাজজীবন স্পর্শ করতে। অনেক জাত লেখকও ভ্রমণ সাহিত্য রচনা করতে বসে একটি দেশের স ামাজিক বহিরঙ্গ স্পর্শ করেই থেমে যান, কেউ আবার ভ্রমণ সাহিত্য রচনার নামে গুটিকয়েক পছন্দসই বিষয়কেই অগ্রা ধিকার দেন এবং বৃহত্তর প্রেক্ষাপটের ধার ধারেন না, গভীরতার সন্ধান করেন না। সামগ্রিক সমাজজীবনকে স্পর্শ করতে ন া - পারা অনভিপ্রায় ও অসামর্থ্যকে ঢাকার জন্য তাঁরা আত্মপক্ষ সমর্থনের ঢঙে বলেন যে একজন বহিরাগতর পক্ষে এই - ই যথেষ্ট। কতটুকুই বা দেখা যায় - চেনা যায় - জানা যায় - বোঝা যায় ! অন্নদাশংকরের ভ্রমণ সাহিত্য অনেক কিচু বিচার - বিশ্লেষণের প্রয়াসী হলেও, সেইসব বিচার-বিশ্লেষণগুলি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ম্লান হয়ে পড়েছে। 'পথে প্রবাসের'র যে - উজ্জ্বলতা আজও আমাদের অভিভূত করে, তা ভাষার; অন্যদিকে 'দেশে বিদেশে'-র লেখকের পর্যবেক্ষণশক্তি এবং উপলব্ধি এটাই প্রমাণ করে যে তা দেশে - বিদেশের কোনও বহিলক্ষণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়; আর তাই ভাষার উজ্জ্বলসাই সে- গ্রন্থের একমাত্র সম্পদ নয়, মুজতবা আলীর মানব - চরিত্র উপলব্ধির গভীরতা তাঁর রসঙ্গতাকে উত্তীর্ণ করে। রবীন্দ্রন াথের 'রাশিয়ার চিঠি'র অনেকখানিই তৎকালীন সোভিয়েত দেশের বহির্লক্ষণ আশ্রয়ী বলে আজ তার মূল্য ঐতিহাসিক ম াত্র। আমাদেরর আজকের জ্ঞানের মাপকাঠিতে বেলা যায় স্টালিন - জমানার রাশিয়া - সম্পর্কে তিনি যা জেনেছেন, তা হিমশৈলের শিখর ভাগ শুধু। অথচ 'পারস্যের' মধে ওক জীবন ভূখণ্ডের জবীন প্রবাহধবনি যায়।

ফরাসি দেশ - সম্পর্কে বাঙালির দুর্বলতা আমাদের অবিদিত নয়। কোন রহস্যময় কারণে ফরাসিদের সঙ্গে আমরা একতরফা আত্মীয়তা অনুভব করি, তা যে - কোনও সমাজতাত্ত্বিকের অবসর - বিনোদনের খোরাক হতে পারে। ইংরেজিকে আমরা কাগের ভাষা হিসেবে নিয়েছি ঠিকই, কিন্তু পাণ্ডিত্যের আসরে কলকে পাবার জন্য ফরাসিকে স্মরণ করি। পাশ্চাত্যের যে - কোনও দেশের তুলনায় ফরাসি ভাষা, সাহিত্য, চিত্রকলা, ভাস্কর্য আমাদের মনে একটু বেশিই ছাপ ফেলে, একটু বেশিই ঢেউ তোলে। কিন্তু 'সত্যি ভ্রমণ কাহিনী' বাঙালির সেই চিরাচরিত ফরাসি প্রীতি ও অবিভূত হবার ব ার্তা শোনায়নি। আমার মতে, বইটি দুটি কারণে বিশিষ্টতা দাবি করতে পারে। প্রথমত, কেটি ফরাসি সমাজজীবনের রসসিক্ত সমালোচনা; দ্বিতীয়, এর গদ্য --- সতীনাথ ভাদুড়ীর তদ্‌গত পাঠকের পক্ষেও যা ব্যতিক্রমী বোধ হবে। বইটি একা ধিকবার পড়ার পর বহুক্ষণ আমাকে যা ভাবিয়েছে তা হল 'জাগরী' ও 'ঢোঁড়াই' -এর মতো দুটি ভিন্ন ধাঁচের উপন্যাস লিখতে যে ভিন্ন - ভিন্ন গদ্যশৈলী নির্মাণ করেছেন সতীনাথ, তাদের খোলনলচে এতখানি পালটে কীভাবে এমন এক মেজা জি রসিক গদ্যের আমদানি করলেন তিনি! একজন কথাসাহিত্যিকের পক্ষে ভাষা ও শৈলীগত নমনীয়তা এতখানি সম্ভবপর হল কী করে? লেখকের কি থাকতে হবে নিজস্ব কোনও ভাষারীতি, নাকি বিষয় বুঝে তিনি সাজিয়ে তুলবেন সেটি, এই তর্ক বহুদিনের। তর্কের অনুচচারিত মূল বিষয়টি সম্ভবত এটাই যে রচনার মধ্যে লেখকের ব্যক্তিত্বের উপস্থিতি কতদূর পর্যন্ত গ্রহনীয়। এখানে সেই জটিল তর্কের অবতারণা না - ঘটিয়েও বলা যায় যে তাঁর কেমাত্র ভ্রমণ সাহিত্যে সতীনাথ এমন এক শাণিত অথচ স্বাদু, আপত সরল অথচ প্রতীপ্ত, নিরাভরণ অথচ অর্থপূর্ণ গদ্যশৈলী নির্মাণ করেছিলেন বলেই ফরাসি সম াজজীবন--- তার সীমাবদ্ধতা, তঞ্জকতা, বদভ্যাস ও চালিয়াতি সমেত -- চিরে - চিরে বিচার করতে পারেন, পৃষ্ঠায় - পৃষ্ঠায় ঝলসে ওঠে অমোঘ 'এপ্রিগ্রাম', কখনও নিজেকে, কখনও - বা পরিবেশ - পরিস্থিতিকে নিয়ে কৌতুক করতে ছাড়েন না, ঠিক যেমনভাবে তাঁর আগে - পরে আর কাউকে বলতে শুনিনি। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ছবির দেশে কবিতার দেশে' অনেক মনোহারী পশরা সাজিয়েছে বটে, কিন্তু ফরাসি সমাজজীবন এতখানি সুরম্যভাবে ধরা দেয়নি। অরওয়েল-এর মতে া 'ডাউন অ্যান্ডআউট' তিনি কখনওই হননি স্বদেশে - বিদেশে। এটি অভিযোগ নয়, সতীনাথের উদ্দেশে প্রসংসা বাক্য; 'ড াউন অ্যান্ডআউট ইন প্যারিস অ্যান্ডলন্ডন' - এ যে আশ্চর্য জনজীবনের পরিচয় পাই, পারির যে অনাঘ্রাত রূপ আমরা অ াস্বাদন করি, প্রায় সেরকমই অভিজ্ঞতা হয় 'সত্যি ভ্রমণ কাহিনী' পড়তে - পড়তে, যদিও অরওয়েল - এর মতো 'ডাউন অ্যা ন্ডআউট' তিনি কখনওই হয়নি স্বদেশে - বিদেশে । এটি অভিযোগ নয় সতীনাতেৰ উদ্দেশে প্রশংসা বাক্য; 'ডাউন অ্যান্ড আউট' না - হয়ে বিদেশ বিভুঁইয়ের এতখানি তিনি যে দেখতে সক্ষম হয়েছেন তার কারণ তিনি ছিলেন অসাধারণে স্বাভা

বিক বুদ্ধির অধিকারী, যার জন্য তাঁকে স্বজ্ঞাত মনে হতে পারে। 'সত্যি ভ্রমণ কাহিনী' যখন লেখেন সতীনাথ, 'জাগরী' ও 'ঢোঁ াড়াই চরিত মানস (প্রথম চরণ)' প্রকাশিত ততদিনে। এবং 'সত্যি ভ্রমণ কাহিনী' - লেখার পাশাপাশি তিনি ব্যস্ত 'ঢোঁড়াই চরিত মানস (প্রথম চরণ)' প্রকাশিত ততদিনে। এবং ভ্রমণ কাহিনী' - লেখার পাশাপাশি তিনি ব্যস্ত 'ঢেড়াই' -এর 'দ্বিতীয় চরণ' রচনায়। এ-প্রসঙ্গে এই তথ্যটি হয়তো তেমন জরি ছিল না, কিন্তু বিচক্ষণ পাঠক ও বুত্তভোগী লেখকমাত্রই জানেন 'জ াগরী' ও 'ঢোঁড়াই' - এর মতো গ্রন্থের বিষয় ও শৈলীগত বিচিত্রতা সামলে 'সত্যি ভ্রমণ কাহিনী' তুল্য ভিন্নস্বাদের গ্রন্থ রচনার উদ্‌যোগী লিকে যাওয়ার জন্য কতখানি দুরূহ, এবং 'ঢোঁড়াই (দ্বিতীয় চরণ)' ও 'সত্যি ভ্রমণ কাহিনী' যুগপৎ লিখে যাওয়ার জন্য কতখানি দক্ষতা দরকার।

ভ্রমণসাহিত্য - বিষয়ে যে - মতামত গ্রন্থের গোড়ায় পেশ করেন সতীনাথ অনেকটা কৈফিয়তের ভঙ্গিতে, পরবর্তী পর্যায়ে নিজেই তা অতিত্রম করে যান।

''ভ্রমণকাহিনী বলতেই বুঝতে হবে যে, খানিকটা সত্যের ভেজাল নিশ্চয়ই মেশানো আছে লেখাটার মধ্যে। পিসিমার তীর্থ সেরে আসবার মানেই ানেকদিন ধরে অনেকগুলো প্রায় মিথ্যে গল্প করবার একটা ছাড়পত্র নিয়ে আসা। লেখকও ফ্রান্সে তীর্থযাত্রীর চাইতে বেশি কিছু নয়। রূপকথার রাজার নফর সফরে যায়, ভ্রমণকাহিনীতে যায় লেখক। এইটুকু মাত্র তফাত। তাই যারা বুদ্ধিমান, তারা ভ্রমণ কাহিনীও পড়ে না, তথাকথিত আন্তর্জাতিক মিশনথেকে ঘুরে আসা রাজার নফরের স্টেটমেন্টও পড়ে না। তারা কেনে টুরিস্ট- গাউড। এদের চাইতেও যারা কাড়াপাকের লোক, তার কেনে কেবল রেলওয়ে টাইম টেবলের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। তারা বলে মিথ্যেটাকে মিথ্যের মতো করে লিখতে তাকে বলে উপন্যাস; আর মিথ্যেটাকে সত্যের মতো করে লিখলে হয় ভ্রমণকাহিনী, জীবন - বৃত্তান্ত, না হয় মেস - ম্যানেজারের হিসাবে খাতা। তবে লেখকদের ভরসা এরকম বুদ্ধিমান পাঠকের সংখ্যা কম, আরতাদের বই কিনবার পয়সা্য নাই। বুদ্ধিমান লোকে আবার যদি রোজগ ারের ফন্দিফিকিরেও উঠে পড়ে লাগে, তা হলে বোকারা করে খেত কি করে?!

তাঁর কৈফিয়তের ধরন যতোই 'নাঈভ' হোক না কেন, একটা কথা বেশ বোঝা যায় যে এটি অনেকখানিই কৌতুকাবহ। 'সত্যি ব্রমণ কাহিনী' নামকরণের মধ্যে সতীনাথ হয়তো এমনই ইঙ্গিত দিতে চেয়েছেন যে এর মধ্যে ''খানিকটা সত্যের ভেজ াল'' রয়েছে। এবং এইভাবে পাঠকের সঙ্গে পোশাকি ব্যবদান ঘুচিয়ে খোশগল্পের মোড়কে ভ্রমণকাহিনী বুনতে চেয়েছেন। খোশগল্পের তিনি মজেছেনঠিকই, কিন্তু নিজেরই অজান্তে গভীর পর্যবেক্ষণ শত্তি ও বিশ্লেষণ ক্ষতার অধিকারী এক রসসা হিত্যিককে অগ্রাদিখার দিয়েছেন। এখানে তাঁর অবস্থা অনেকটা সেইরকম মজলিশি বড়কর্তার মতো, যিনি অতিথি - বন্ধুজনের মদ্যে বসে গল্প বলে চলেছেন এক মনে; বড়কর্তাটির আতিথ্য ও আপ্যায়নে কোনও ত্রুটি নেই ঠিকই, কিন্তু সেখ ানে কথক তিনি একাই, যিনি ত্রমশ পরিণত হন চিন্তাশীল বত্তায়; বৈঠকের গোড়ায় যারা ছিল তাঁর বন্ধু ও সমবয়স্ক সঙ্গী, ইন্ধন জোগাচ্ছিল আড্ডায়, নিজেদেরই অজান্তে হয়ে পড়ে ছাত্রমনোচিত তন্ময় শ্রোতা, এবং ঘরে ফেরার সময়ে বুঝতে প ারে, সন্দেভর তারা এমন অনেক কথাই শুনেছে আড্ডার ছলে, যা তাবড় পণ্ডিতপ্রবরের তাত্ত্বিকবত্তৃতায় শুনতে পাবে না। 'সত্যি ভ্রমণ কাহিনী', আগাগোড়া রচিত আলগা ডায়েরির ধাঁচে। এবং এখানেও তিনি আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য অভিনব যুত্তি সাজান।

''লেখকের খেয়ালিপনার মধ্যেও একটা হিসেবী মন আছে। পড়তে নয়, স্বাস্থ্যের জন্য নয়, সে এসেছে গাঁটের পয়সা খরচা করে মনে প্রসার বাড়াতে। কিন্তু কেবল অভিজ্ঞতার পুঁজি কিছু বাড়িয়ে নিয়ে দেশে ফিরলেই কি তার চলবে। আত্মীয় - পরিজনদের মধ্যে তার চিরকেলে ভ্যাগাবন্ডনামটা আবার একটা নূতন বার্নিশের পালিশ পাবেমাত্র।.... দেশভ্রমণের ব্যবস ায়িক দিকটার উপরও সে নজর দেবে। ভ্রাম্যমান ক্যানভাসাররা কোম্পানীর অর্ডারেরপুঁজি বাড়ায়। সে বাড়াবে লেখার পুঁজি। ফরাসী লেখকরা সকলেই নিয়মিত জুর্ণাল (ডায়েরী) লেখেন। এই ডায়েরীগুলোর এদেশে কদর খুব। রোমে সে রে ামানদের মতোই হওয়া উচিত। সে - ও এবার থেকে তার চিন্তার ডায়েরী রাখবে--- প্রত্যহ না হোক, অন্তত মধ্যে মধ্যে তো নিশ্চয়ই লিখবে। যুদ্ধোত্তর 'চার স্বাধীনতার সত্যযুগ' এটা। তাই সে জুর্ণালের মধ্যে নিজের স্বাধীন মতামতই ব্যত্ত করবে --- সম্পূর্ণভাবে বাইরের চাপ থেকে নিজের মনকে মুত্ত রেখে। নিজের বত্তব্য সে জানাতে ছাড়বে কেন পৃথিবীকে, যদি সে পারে তো। সেই লেখাগুলোকে সে ভ্রমণ কাহিনীর বই হিসাবে বার করবে।''

এই দৃঢ় ঘোষণা শোনামাত্র আমরা বুঝতে পারি 'সত্যি ভ্রমণ কাহিনী' নিছক ভ্রমণ কাহিনী হয়ে দাঁড়াবে না শেষমেশ। এখানে আমরা যা পাব, তা ''অভিজ্ঞতার পুঁজি''-র অধিক কিছু উপলব্ধিজাত বৌদ্ধিক উপচিতি। সমগ্র রচনার পরতে - পরতে রয়েছে ফরাসি জীবনযাত্রার সঙ্গে ইংরেজ, জর্মান, ইটালিয়ান, মার্কিন প্রভৃতি সমাজের তুলননা - প্রতিতুলনা। ফরাসি সমাজের ভালো - মন্ত, উৎকর্ষ - অপর্ক, ব্যাপ্তি - সংকীর্ণতার মধ্যেই সতীনাথ সন্ধান করেছেন ফরাসিত্বের স্বকীয়তা; এবং এর জন্য তিনি আলাদা - আলাদাভাবে ফরাসি সাহিত্য, চিত্রকলা, ইতিহাস, স্থাপত্য, সংগীতের গড়পরতা গুণকীর্তন করেননি। যে- সময়ে সতীনাথ পারি পদার্পণ করেন, দ্বিতীয় ঝিযুদ্ধ শে, হয়েছে মাত্র চার বছর। সর্বাঙ্গে দগদগে ঘা নিয়ে ইয়োরোপ ভাঙা ঘর সাজাতে ব্যস্ত; এবং ফ্রান্স আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্যতম প্রাণকেন্দ্র, শিল্প - সংস্কৃতি পীঠস্থান, উন্নাসিক ও আত্মম্ভরি ফ্রান্স --- কয়েক শতাব্দীর গরিমাপর্ব অতিক্রম করে সহসা তার রূগ্ণতা নিয়ে প্রকাশিত, ঠিক যেভাবে বিগত যুগের রূপোলি পরদার একচ্ছত্র নায়িকাকে হঠাৎ আমরা আবিষ্কার করি লোলচর্ম বৃদ্ধা হিসেবে, যে আপ্রাণ চেষ্টা চালায় কাঁপা - কাঁপা হাতে নিজেকে প্রসাধিত করে নিজের কুৎসিত রূপ ঢেকে রাখতে। সতীনাথের চোখ এড়ায়নি ঝিরঙ্গমঞ্চে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখতে ফ্রান্স কীভাবে অন্যান্য দেশের ওপর প্রভূত্ব চালাতে তৎপর, কীভাবে নিজেকে বিস্তার করতে, নিজের রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক মদমত্ততা জাহির করতে অধীর। স্বাভাবিক ভাবেই সতীনাতের মতো রাজনীতি - সচেতন মানুষের পক্ষে ভাব বিহ্বল হয়ে ফ্রান্সকে গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি; শুধু একজন বাঙালি বা ভারতীয় বা তৃতীয় বিশ্বের নাগরিক হিসেবেই নয়, একজন সৎ, যথার্থ আধুনিক ও স্বচ্ছ দৃষ্টির অধিকারী ব্যক্তি হিসেবে, স্পষ্টবাদী শিল্পী হিসেবে সতীনাথ নির্মোহ ও নৈর্ব্যক্তিক ভঙ্গিমায় ফরাসি সমাজজীবনকে বিচার করেছেন, এব্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেই বিচার ফরাসি প্রেমিক বাঙালির পক্ষে খুব সুখপ্রদ হবে না।

ফরাসি সমাজজীবনের তথ্য ঝিমানবজীবনের শিকড় সন্ধানী হতে লেখক কতখানি দৃঢ়সংকল্প ছিলেন, তা বোঝা যায় এই কথাগুলি শোনার পর

''মধ্যে মধ্যে সে বেড়িয়ে অসে প্যারিসের বাইরে। গ্রামাঞ্চলেই যায় বেশি। সে চায় সাধারণ মানুষকে জানিয়ে। দেশের লোকদের সঙ্গে দেকা করবার স্পৃহা তার নেই। ফরাসীদের কথা ভাবতে গেলেই, কেবলই মনে পড়ে একরাশ দার্শনিক, সাহিত্যিক, শিল্প আর গণনায়কের নাম। কিন্তু যুগ যুগ ধরে যে লক্ষ লক্ষ ফরাসী নিজেদের নাম মুছে দিয়ে, এই বড়ো কয়জনের নাম বড়ো হরফে লিখবার জায়গা করে দিয়েছে, সে বুঝতে চায় তাদের। কতকগুলো অহং সর্বস্ব মনে প্রেরণার খোরাক জোগানোর অপরাধে, এরা সাজা পেল যাবচচন্দ্রসূর্য বিস্মৃতির; কিন্তু এদেরে কৃতিত্বের কথা লেখক তো বুলতে পারবে না। যে যত বেশি নামজাদা তার চিন্তাটা তত বেশি বাঁকাচোরা। লেখক নিজে নামজাদা না হয়েও এই বড়োমানুষী - রোগটায় বুগছে। সাধারণ লোকের অনায়াস সরল মনের গতি সে পেতে চায়। সাদারণ হওয়াটাই মানুষের চরম বিকাশ; অসাধারণত্ব তারই একটা নাকলম্বা কার্টুন। আসল মনটা মরে যাবার পর যেটা থাকে, তাকেই মুখস্ত বুলিতে বলে চিন্তাশীল মন। মরা ব্যাঙের ঠ্যাংও বাইরের বিজলীতে নেচে সকলকে তাক লাগায়...।''

ঊদ্ধাতাংশের শেষটুকু হয়তো একটু বেশিই সরলীকৃত, একটু বেশিই 'সিনিসিজম' প্রচ্ছন্ন সেখানে --- 'জাগরী' ও 'ঢোঁড়াই -এর রচয়িতার পক্ষে। কিন্তু একথা মানতেই হবে যে জনজীবনের এতটা গভীরে তিনি যেতে সমর্থ হয়েছিলেন বলে সতীনাথের চোখে এমন অনেক উৎকট ফরাসি সমাজরীতি ধরা পড়েছিল -- যা সাধারণত বাঙালি লেখকদের চোখ এড়িয়ে যায়। যেমন 'বকশিশ' -রে মতো আপাত অকিঞ্চিৎকর ব্যাপারটি অনেকখানি চিনিয়ে দেয় ফরাসি সমাজকে।

''আমাদের দেশের ভিক্ষার মতো, ফরাসী দেশে বক্শিশ সমাজ সত্তার একটি অপরিহার্য অঙ্গ। আমাদের ভিখারীরা জানে যে, তারা সৎপথে থেকে ব্যবসা করে। তারা পুণ্য বেচে, খদ্দেরে কেনে। তারা বিলোয়, তথাকথিত দাতাসঞ্চয় করে। স্বর্গের দুয়ারের চাবিকাটি তাদের হাতে। ফরাসীদেশেও তেমনি সমাজের চাবিকাঠি 'পুরবোয়া' অর্থাৎ বক্শিশ। এ না হলে এক পা'ও চলতে পারবে না। হোটেলে রেস্তরাঁতে বিলের পাওনার উপর শতকরা দশ টাকা যোগ করে তবে তোমার হাতে বিল দেবে। দশমিক সময় ইস্কুলে ফাঁকি দিয়ে থাকলে এতদিনে অনুতাপ হতে আরম্ভ হবে। বক্শিশ এখানে দাতার কণার উপর নির্ভর করে না; এটা যে পায়, তার ন্যায্য দাবি। গ্রহণ করে সে দাতাকেই ঋণী করে। মাইনেটা তার Retaining fee এবং বক্শিশটা প্রত্যে কাজের ফুরন রেটের পারিশ্রমিক। তোমাকে দেখে 'সুপ্রভাত' বলবার জন্য তারা বাঁধা মাইনে পায়। তার চাইতে বেশি প্রত্যাশা করলে 'পুরবোয়া' অর্থাৎ মদ খাওয়ার পয়সা দিতে হবে--- এমন কি ধন্যবাদ বলাতে হলেও।

মিউনিসিপাল স্নানাগারে যদি লেখা থাকে, 'এখানে বক্শিস দেওয়া নিষেধ' তা হলেও দিতে হবে। সিনেমাতে যে মহিলা সিট দেখিয়ে দেন, তিনিও দাবি করেন বক্শিশের। নাপিতের দোকানে চুল কাটাবার খরচ ছাড়াও যে নাপিত তোমার চুল ছাঁটবে, সে আলাদা বক্শিস পাবে। ট্যাক্সির মিটারে ওঠা পয়সার অতিরিক্ত, বেশ মোট বক্শিস না দিলে ট্যাক্সি - ড্রাইভ ার আস্তিন গোটাতেও পারে। ফরাসী - বিপ্লবের সময় প্রায় দু'শ বছর আগে ভগবানের আশীর্বাদকে সরিয়ে 'মানুষের অধিকারকে ' এরা মনের সিংহাসনে বলিয়েছিলেন। তারই উপর অজ্ঞাতে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানায় লোকে এই বক্শিস দিয়ে।''

একইভাবে স্বাস্থ্যবিধি - সম্পর্কিত দৈনন্দিন ফরাসি অভ্যস যেবাবে লক্ষ করেন সতীনাথ, তাও এই রূপ ও সৌন্দর্যসাধক জ াত - সম্পর্কে আমাদের ধারণা পালটে দেয়।

''আমাদের দেশের মতো ফ্রান্সেও মিউনিসিপ্যালিটির ঝাড়ুদার রাস্তা ঝাঁট দিতে দিতেই খায়। আমাদের সঙ্গে তফাৎ যে আমাদের দেশের থুথুটা কেবল ডাকটিকিট আঁটা ও বইয়ের পাতা খোলার কাজে আসে; এখানে থুথুর মহিমা বহুমুখী। হ াতে ঠাণ্ডা লাগলে, থুথু দিয়ে ভিঝিয়ে নিয়ে দুই হাত ঘষাঘষি করতে হয়। পতেৰ মেড়ে বেশ সৌখিন মধ্রমহিলারাও আঙ্গ ুলের উপর মালটাকে রেখে সেটাকে থুথু দিয়ে ভিজিয়ে নিয়ে নাক খোঁটেন। খেলার মাঠে খেলোয়াড়রা বল ধরবার ফাঁকে ফাঁকে অনবরত হাতটাকে ভিজিয়ে নেয় থুথু দিয়ে। ভালো গিন্নিরা খোকার গাল ও খাওয়ার প্লেট থুথু দিয়ে ঘষেই চকচকে করেন! হোটেরর পায়খানা পরিস্কার কবার পর যাকরানী হাত না ধয়েই জামাকারপ বুকের মধ্যে থেকে চকালেট বার করে খায়। ফুটপাতে বার করা বাড়ির ময়লা ফেলে পাত্রগুলোর মধ্যে থেকে পাশের তরকারিওয়ালা খুঁজে খুঁজে বাসি টির টুকরো বার করে, তার পোষা শুয়োর মুর্গীকে খাওয়ানর জন্য। দোকানে সাজানো ফুলকপিগুলোর উপরে কিন্তু রঙিন অয়েলপেপার জড়ানো। এদিক নেই ওদিক আছে!''

এই সূত্র ধরেই সতীনাথ ফরাসি মহিলাদেরও --- বলতে গেলে গোটা নারীজাতিকেই---- এক হাত নেন। তাঁর বক্তব্য শুনে আধুনিক নারীবাদদীরা তাঁকে কী ঠাওরাবেন জানি না, কিন্তু পড়ার পক্ষে যথেষ্ট উপভোগ্য। 'সত্যি ভ্রমণ কাহিনী'-র অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে ফরাসি সমাজজীবনের কঠোরতম সমালোচনাও পরিবেশিত হয় সংযত রসিকতার মে াড়কে। ফরাসি সুগধি কিংবা পাউটি --- যাই হোক না কেন, সব নিয়েই লেখক তির্যক মন্তব্য করতে ইতস্তত করেন না।

অবশ্য সমালোচনার তোড়ে গা ভাসিয়ে সতীনাথ ফরাসিদের ব্যাপারে অনুদ্ধারণীয় অসূয়ক হয়ে পড়েননি। তিনি জানেন ফরাসিদের সৌন্দর্যচির কথা। সাধারণ নামকরণের ক্ষেত্রেও এদেরে অভিনবত্ব লক্ষ করেন তিনি।

''অ্যাকসেন্ট -এর টোক্কা মারা মারা ইংরাজী কানে সয়ে যায় কিছুদিন ইংলণ্ডে থাকবার পর, কিন্তু ফরাসী কথার টানাটানা সুরটা বালো লাগে প্রথম থেকেই দূর থেকে মনে হয় ঠিক যেন উর্দু বলছে। কী সুন্দর এখানকার দোকাননের নামগুলো। মুদীর দোকানের নাম 'একটু একটু সর্ব'; কাপড়ের দোকান 'সাদা বাড়ি'; মেয়েদের জামার দোকান 'জাঁর মায়ের বাড়ি'; ছেলেপিলেদের খেলনায় দোকান 'করে আঙুলের জন্য'; রেস্তোরাঁর নাম 'ভোদজনবিলাসী'; বৃক্ষহীন 'ভালপাতা'র গলিটা যেখানে চিমনিহীন 'চার চিমনি'র বুলভারে গিয়ে মিলেছে, সেই মোড়ের উপরের কাফের নাম 'মোটা ও স সময়ে'; পিতলের ঘোড়ার মাথা - বসানো ঘোড়ার মাংসের দোকানের সাইনবোর্ড'ঘোড়াটে'; তার পাশের বাড়িতে লেখা 'জ্ঞানী নারী' অর্থাৎ ধাত্রী; নেবু দিয়ে সাজানো শামুকগুগলির দেকান আর স্নানের দোকানের মাঝের ফুলের দোকানটার নাম 'মিমোসাফুলেতে'; যাঁরা দু-চার মাসের মধ্যে মা হবেন তাঁদের উপযোগী পোশাকের দোকান 'মাতৃকা (ভতরের বিশ্রাম করবার ব্যবস্থা আছে)'।''

ফরাসি ভাষা ও সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞান, ধর্ম ও রাজনীতি সবই ধরা দিয়েছে এই অভিনব ভ্রমণ সাহিত্যে; খোলা মনে লেখক বিচার করার চেষ্টা করেছেন সেসব; কোনও আলোচনাই বিশদ নয়, ভ্রমণ সাহিত্য রচনায় সেই অবকাশও থাকে ন া, কিন্তু এতদ্বারাআমাদের বুঝতে অসুবিধে হয় না যে তাঁর দেখার মধ্যে কোনও ফাঁক নেই, পূর্বস্থিরীকৃত কোনও ধারণ াবশত চালিত হন না তিনি, কোনওমতেই একক প্রতীতির দ্বারস্থ হন না। রন্ধনশিল্প ও প্রণয়, সুরা ও আসল আড্ডা, সময় - ঔদাসীন্য ও অতীত - প্রীতি -- যা কিছু ফরাসি চরিত্রের,, ফরাসি মানসের আদত কথা, তা সবই লেখক ফুটিয়ে তলেছেন সহনশীল ভঙ্গিমায়। এবং এ-সব কিছুর সঙ্গে কোমল রেশমি ওড়নার মতো জড়িয়ে আছে এক লাজুক, প্রায় - অনুচ্চদারিত প্রেমকাহিনী। অ্যানি - নাম্নী এক নারীর স্নিগ্ধ উপস্থিতি কথখানি 'সত্যি' জানি না, কিন্তু অ্যানির সঙ্গে লেখকের উষ্ণ কোমল সম্পর্ক 'সত্যি ভ্রমণ কাহিনী' - কে 'সত্য' করে তুলতে সাহায্য করেছে।

।। তিন ।।

বিশ শতকের চারের দশকের শেষ ভাগের ফ্রান্স - সম্পর্কে সতীনাথের মতো যথার্থ বক্তব্য আর কেউ প্রকাশ করেছেন কিনা জানা নেই আমার। নিম্নোদ্ধৃত অংশটি পড়লে বোঝা যায় কী পরিমাণ অন্তর্দৃষ্টিশক্তি, মানব - সভ্যতার ধারা - সম্পর্কিত কত গভীর চৈতন্য থাকলে একটি দেশের জাতীয় জীবন নিয়ে এমন ভাষায় বলা সম্ভব

"জীবনের প্রতিক্ষেত্রে তাদের এই আপেক্ষিক অবনতির কথা অষ্টপ্রহর ফরাসীদের মনে খোঁচা দেয়। মনের ধরন পড়তি বনেদী পরিবারের। হজম করবার ক্ষমতা কমেছে, অথচ খিদে কমেনি। শাল দোশালা বেচে, পুরনো লক্ষ্মীর কাঠার সিঁদুর মাখানো মোহর ভাঙিয়ে এখন যে-কদিন চলে। লোক দেখানোর জন্য শেষ সম্বল কানাকড়িটা দিয়েও আতশবাজি কিনে পুড়োয়। দেশের বাজেট দেউলে হলেও জাতীয় নাট্যশালা ও আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর অথবা জাঁকজমকে টাকগা খরচ করতে ফ্রান্সের বাধে না। দূর সাগরপারের ফ্রান্সগুলোর প্রদর্শনী হয় ঘটা করে বারো মাস সেখানে দেকানো হয়, যে রেলগাড়ি প্রথম গিয়েছিল সাহারা মভূমির মধ্যে, সেখানাকে। সেখানকার আকাশে দেখানো হয় এরোপ্লেনের কসর--- অবস্য এরোপ্লেনগুলো বিদেশী। আরও কত জিনিস দেকানো হয়, বিজ্ঞাপন দিয়ে জানানো হয় সেখানে। কেবল জানানো হয় না। আইভরিকোস্ট, মাদাগাস্কার ও ভিয়েতনামে কত লোককে নেপোলিয়নের বীর বংশধররা রোজ গুলি করে মারছেন, সেই খবরটা।...সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পরাজয়ের ব্যর্থতার মধ্যে ফ্রান্স শান্তি খুঁজছে একটা ফিকে বিমানবতার আবরণে। নইলে মানবতার বুলি আর উপনিবেশের মাহাত্ম্য বর্ণন এ দুটো কি এক নিশ্বাসে বলা চলে? লেখায় আর বক্তৃতায় ফরাসীরা মানব সভ্যতার মান ছাড়া, অন্য কোনো মাপকাঠির কথা বলে না। এটা পৃথিবীর লোকঠকানোর জন্য নয়, নিজেদের মনকে স্তোক দেবার জন্য। যে মন চুলচেরা বিশ্লেষণ করে, তার শেষ পর্যন্ত দরকার হয় কতগুলো গাল ভরা কথার ঠেকনার।... বাস্তব থেকে পালানোর রাস্তা খোঁজে ফরাসীরা সব সময়।...কিন্তু বাস্তব থেকে পালানো কি এত সোজা?...মানব - সভ্যতার নেতৃত্ব করবার জন্য নিশ্চয় ভগবান এ দেশেকে এত সুন্দরভাবে গড়েছেন। এই আত্মবিভোর মনোভাব সৃষ্টি করা বোধহয় একটা ক্ষয়িষ্ণু সভ্যতার আত্মরক্ষার কৌশল। কিন্তু পচদরা ফলকে এয়ারটাইট টিনে বন্ধ করে লাভ কি?..."

যে- কোনও ভ্রমণ সাহিত্যেরই --- জগৎ - সংসারের যে - কোনাও বস্তুর মতোই - পরীক্ষা হয় 'কাল' - এর মাপকাঠিতে। আজ যে- দেষ যে - অঞ্চল, যে - জনজীবন দেখে ভ্রমণ সাহিত্য রচনা করেন লেখক, তা অচিরেই ফিকে হয়ে যায়, যাবতীয় মনোজ্ঞ মন্তব্য হারায় তার প্রাসঙ্গি কতা; নতুন যুগের পাঠকের কাছে তাই সহজেই ভ্রমণ সাহিত্যের পয়লা নম্বর নমুনাটিও সেকেলে ঠেকতে বাধ্য।মম - এর দেখা স্পেন নেই, লরেন্স - এর মেক্সিকো - ও পালটে গেছে মনিবার্যভাবে, মোরাভিয়ার চিনদেশের সঙ্গে একুশ শতকের চিনের আসমান জমিন ফারাক। তা বলে মম, লরেন্স ও মোরাভিয়া-র ভ্রমণ সাহিত্যগুলি ব্যর্থ নয় কখনওই। এঁদের গ্রন্থগুলির মেন ব্যাখ্যাতীত কিছু আবেদন আছে, যা আজও আমাদের আকৃষ্ট করে। এর কারণ দীক্ষিত সাহিত্যিকমাত্রই ভ্রমণ সাহিত্যের নামে সানুপুঙ্খ, একনিষ্ঠ, ক্যামেরাধর্মী বাস্তবসম্মত বর্ণনা জুগিয়ে ক্ষান্ত হন না, আর একটু বেশি কিছু রেখে যান। সেই "আরও একটু বেশি কিছু" লেখকের নিজস্ব ব্যক্তিত্ব, যার তাঁর বোধ ও বুদ্ধির সুষম মিশ্রণ। তাই আমরা তর্ক করি না 'ছিন্নপত্র' -র পদ্মাতীরস্থ পল্লি অঞ্চল, 'দেশান্তর' - এর প্রতীচ্য ও 'জাপানি জর্নাল'- অণোদয়ের দেশ বা একাধিক তিনলিপিতে বণিত বাংলা- বিহারের অরণ্যভূমি আজও অবিকল সেরকমইআছে কি না, তা নিয়ে আমাদের কাছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বুদ্ধদেব বসু ও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় নামক কিছু ব্যক্তির অসামান্য ব্যক্তিত্বই প্রধান হয়ে ওঠে, তাঁদের ব্যক্তিত্বের স্পর্শে সেই - সেই ভূখণ্ড তাদের সামগ্রিকতা নিয়ে ধরা দেয়, যে - সামগ্রিকতার হদিশ শতসহসপর্যটনের পরও পাওয়া যায় না। সতীনাথ ভাদুড়ী ভ্রমণ সাহিত্য রচনার এই সার কথাটি বুঝেছিলেন। তাই তাঁর 'সত্যি ভ্রমণ কাহিনী' দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর ফ্রান্স - সম্পর্কে যতটা সত্যি, ততটাই সত্যি এক যুক্তিবাদী সত্যাশ্রয়ী শিল্পীর ব্যক্তিত্ব প্রকাশে।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com